## কুফরীর পরিচিতি এবং মানুষ কেনো কুফরী করে?

শহীদুল ইসলাম ।

**কুফরীর পরিচিতি:** কুফুরির শাব্দিক অর্থ হলো কোনো জিনিসকে গোপন করা, ঢেকে নেওয়া, অতএব এ ভিত্তিতে বলা হবে,যে ব্যক্তি কোনো জিনিসকে গোপন করলো সে ঐ জিনিসের কুফুরী করলো । আর এ শাব্দিক অর্থের উপরে ভিত্তি করেই পবিত্র কুরআনুল কারীমে কৃষককে কাফির বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । যেহেতু সে ফসলের বীজকে মাটি দ্বারা গোপন করে । আল্লাহ (সুব.) বলেন– كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ‘এর উপমা হল বৃষ্টির মত, যার উৎপন্ন ফসল কাফেরকে আনন্দ দেয়, তারপর তা শুকিয়ে যায়, তখন তুমি তা হলুদ বর্ণের দেখতে পাও, তারপর তা খড়–কুটায় পরিণত হয় । আর আখিরাতে আছে কঠিন আযাব এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমা ও সন্তুষ্টি । আর দুনিয়ার জীবনটা তো ধোকার সামগ্রী ছাড়া আর কিছুই নয় ।’ (সূরা হাদীদ, ৫৭:২০) অর্থাৎ উৎপন্ন ফসল কৃষককে আশ্চর্য করে । এবং এ শাব্দিক অর্থের উপর ভিত্তি করেই কাফিরকে কাফির বলে নামকরণ করা হয়েছে । কারণ সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতসমূহকে স্বীকৃতি জানানো থেকে গোপন করে এবং তা অস্বীকার করে । ইমাম আজহারী (রহ.) বলেন আল্লাহর তাআলার অন্যতম নিয়ামত হলো ঐ সকল নিদর্শন যা তার তাওহীদের (একত্ববাদের) উপর বোঝায় । আর কাফির যেই নিয়ামত সমূহকে গোপন করেছে তা ঐসকল নিদর্শন যা দ্বারা একজন বিবেকমান ব্যক্তি এ কথা বুঝতে পারে যে, নিশ্চয়ই সৃষ্টিকর্তা এক ও একক এবং তাঁর কোনো অংশীদার নেই । তদ্রুপ এ কথাও বুঝতে পারে যে, অলৌকিক নির্দেশনাবলী আসমানী কিতাব এবং সুস্পষ্ট দলীলসহ রাসূল প্রেরণ আল্লাহ তাআলার পক্ষ হতে স্পষ্ট নিয়ামত । অতএব যে ব্যক্তি এ সমস্ত নিয়ামতকে সত্যায়ন করে না এবং তা গোপন করে সে আল্লাহ তাআলার নিয়ামতের কুফরী করলো । (লিসানুল আরব) **পারিভাষিক অর্থ:** শরয়ী পরিভাষায় কুফর বলতে এমন জিনিষকে বুঝায়, যা ঈমানকে ধ্বংষ করে দেয় এবং এটি ঈমানের বীপরীতে ব্যবহার হয় অর্থাৎ কুফর হলো আল্লাহ তাআলা এবং তার নিয়ামত সমূহকে অস্বীকার করা । **কুফরের প্রকারভেদ :**কুফর দুই প্রকার । ১) الْكُفْرُ الْاَصْغَرُ, ২) الْكُفْرُ الْاَكْبَرُ । **(১) الْكُفْرُ الْاَصْغَرُ : (ছোট কুফুরী):** কুফরে আজগর হলো এমন কুফর যা করার দ্বারা ঐ ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় না ।যেমন তার থেকে ইসলামের গুণাবলী, ইসলামের বিধান এবং ইসলামের নিরাপত্তা বাতিল হবে না । এবং সে আখেরাতে আল্লাহ তাআলার ইচ্ছার উপর ন্যাস্ত হবে । আল্লাহ তাআলা চাইলে এই কুফরে আসগরের কারণে তাকে শাস্তি দিবেন আর চাইলে তাকে ক্ষমাও করে দিতে পারেন । তবে শাস্তি দিলেও তা কুফরে আকবার (বড় কুফর) কারী,যে কুফর করা অবস্থায় মারা গেছে,তার ন্যায় চিরস্থায়ীভাবে শাস্তি দিবেন না এবং সে কিয়ামত দিবসে আল্লাহ তাআলার অনুমতিতে সুপারিশকারীদের সুপারিশ যাদের প্রতি সুপারিশের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট এবং অনুমতি দিবেন তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে । আর এ প্রকার কুফুরীর ক্ষেত্রে اَلْكُفْرُ الْنِعْمَةُ, اَلْكُفْرُ عَمَلِيْ الْاَصْغَرُ এবং كُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ পরিভাষাও ব্যবহার করা হয় । অতএব এসমস্ত পরিভাষার ব্যবহারের বিধানের ক্ষেত্রেও কুফরে আজগরের বিধান প্রযোজ্য হবে,যা কর্তাকে ইসলাম হতে বের করে দেয় না । পবিত্র কোরআনুল কারীম থেকে কুফরে আসগরের উদাহরণ– قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ‘যার কাছে কিতাবের এক বিশেষ জ্ঞান ছিল সে বলল, ‘আমি চোখের পলক পড়ার পূর্বেই তা আপনার কাছে নিয়ে আসব’ । অতঃপর যখন সুলাইমান তা তার সামনে স্থির দেখতে পেল, তখন বলল, ‘এটি আমার রবের অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করেন যে, আমি কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি না কি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি । আর যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তো তার নিজের কল্যাণেই তা করে, আর যে কেউ অকৃতজ্ঞ হবে, তবে নিশ্চয় আমার রব অভাবমুক্ত, অধিক দাতা’ ।’ (সূরা নামল, ২৭:৪০) অতএব এখানে কুফর দ্বারা কুফরুন নি’অমাহ (নিয়ামতের কুফুরী) উদ্দেশ্য, আল্লাহ তাআলার কুফরী উদ্দেশ্য নয় । তদ্রুপভাবে ফিরআউন মুসা (আ.) কে সম্বোধন করে নিম্নের আয়াতে যে কুফুরীর কথা বলেছে এখানেও কুফরুন নি’অমাহ (নিয়ামতের কুফুরী) উদ্দেশ্য । যেমন কোরআনে বর্ণিত হয়েছে, ফিরআউন মুসা (আ.) কে বলেছিলো– قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ– وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ– ফির‘আউন

বলল, 'আমরা কি তোমাকে শৈশবে আমাদের মাঝে লালন পালন করিনি? আর তুমি তোমার জীবনের অনেক বছর আমাদের মধ্যে অবস্থান করেছ' । 'আর তুমি তোমার কর্ম যা করার তা করেছ এবং তুমি কাফের (অকৃতজ্ঞদের) অন্তর্ভুক্ত' । (সূরা শুআরা, ২৬:১৮-১৯) অর্থাৎ আমার অনুগ্রহকে অস্বীকারকারী । রইসুল মুফাসসিরীন (মুফাসসিরীনদের ইমাম) ইবনে আব্বাস (রা.) সহ অন্য মুফাসসিরীনগণ বলেন এবং এটাকে ইমাম ইবনে জারীর ত্বাবারী (রহ.) গ্রহণ করেছেন যে, 'ত্বাগুতের সাথে এধরণের কুফরুন নি'অমাহ (অনুগ্রহের অস্বীকৃতি) কাম্য এবং পছন্দনীয় ।' অতএব আয়াতের মধ্যে কুফর শব্দটি কুফর বলেই ব্যক্ত করা হবে । এবং এর দ্বারা শাব্দিক অর্থ উদ্দেশ্য হবে । পারিভাষিক অর্থ যার কারণে কর্তা গুণাহগার হয় তা উদ্দেশ্য হবে না । হাদীস হতে কুফরে আসগরের উদাহরণ:(ক) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيتُ النَّارَ فَإِذَا أَكْثَرُ أَهْلِهَا النِّسَاءُ يَكْفُرْنَ قِيلَ أَيَكْفُرْنَ بِاللَّهِ قَالَ يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَ وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ لَوْ أَحْسَنْتَ إِلَى إِحْدَاهُنَّ الدَّهْرَ ثُمَّ رَأَتْ مِنْكَ شَيْئًا قَالَتْ مَا رَأَيْتُ مِنْكَ خَيْرًا قَطُّ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুল (সা.) বলেছেন যে, 'আমি জাহান্নামের মধ্যে যে সকল মহিলাদেরকে তাদের অধিকাংশ মহিলারাই কুফরী করতো ।' বলা হলো 'তারা কি আল্লাহর সাথে কুফরী করতো?' রাসুল (সা.) বলেন, 'না । বরং তারা স্বামীর কুফুরী (অবাধ্যতা) করতো । এবং তাদের উপর যতই এহসান (অনুগ্রহ) করা হতো তারা এহাসনকে কুফুরী (অস্বীকার) করতো ।' (বুখারী :২৯) এখানে কুফুরী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো নিয়ামত এবং অনুগ্রহের অস্বীকার করা । অতএব এটা কুফরুন দুনা কুফরীন যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না । আর এ হাদীসটি ইমাম বুখারী (রহ.) كُفْرَانِ الْعَشِيرِ এবং كُفْرٍ دُوْنَ كُفْرٍ (স্বামীর অবাধ্যতা এবং ছোট কুফর যা ইসলাম থেকে বের করে দেয় না) শিরোনামে উল্লেখ করেছেন । কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী (রহ.) তার ব্যাখ্যা গ্রন্থে বলেন, এখানে ইমাম বুখারীর (রহ.) উদ্দেশ্য হলো একথা বর্ণনা করা যে, যেমনিভাবে طَاعَاتْ (আনুগত্য) কে ঈমান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । তদ্রুপ ভাবে مَعَاصِيْ (অবাধ্যতা) কেও কুফর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে । তবে এটা হলো কুফরে আসগর । (ফাতহুল বারী : ৩/৩৪৪) । (খ) سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ 'মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসেকী এবং হত্যা করা কুফরী ।' (বুখারী ৬০৪৪:মুসলিম:৩০, ২৩০) এখানেও কুফুরী দ্বারা কুফরে আসগর উদ্দেশ্য । গ): عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ রাসূল সা: বলেন, মানুষের মধ্যে দুই শ্রেণী এমন রয়েছে যাদের সাথে কুফুরী মিলে রয়েছে । একজন হলো বংশ তিরস্কারকারী অপরজন হলো মৃত ব্যক্তির উপর মাতমকারী । (সহীহ মুসলিম ২৩৬)

ঘ) عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَتَى حَائِضًا أَوْ امْرَأَةً فِي دُبُرِهَا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আবু হুরাইরা রা: হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূল সা: বলেছেন, যে ব্যক্তি স্ত্রীর হায়েজ (ঋতুসাবের) সময় তার সাথে সহবাস করল বা সাধারণ অবস্থায় তার পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করল অথবা গণক যা বলে তা সত্যায়ন করলো তাহলে সে মুহাম্মদ (সা.) এর উপরে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা কুফরী করলো । (মুসনাদে আহমাদ:১০১৬৭, তিরমিযি:১৩৫) * তাওস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'ইবনে আব্বাস (রা.) কে যে ব্যক্তি স্ত্রীর পিছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলো । অত:পর ইবনে আব্বাস (রা.) বললেন, সে কি আমাকে এই বিষয়ে কুফর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছে? (অর্থাৎ এটি কুফরে আকবর নয় বরং কুফরে আসগর ।) অতএব উল্লেখিত হাদীস সমূহে কুফর দ্বারা কুফরে আসগর উদ্দেশ্য হবে । (আল্লাহ তাআলাই ভালো জানেন) **২) الْكُفْرُ الْاَكْبَرُ (বড় কুফরী):** কুফরে আকবার হলো এমন কুফর যা কর্তাকে ইসলামের গুণাবলী এবং ইসলামের নামকরণ হতে নিষেধ করে অথবা তা এমন কুফর যা কর্তাকে ইসলাম ধর্ম থেকে বের করে দেয় এবং তার থেকে ইসলামের নিরাপত্তা ও সম্মান উঠিয়ে নেয় । এবং পৃথিবীতে তার উপর কুফরীর বিধান কার্যকর হয় যদি সে ইতিপূর্বে কখনোই ঈমান না এনে থাকে । আর যদি ঈমান আনার পর এ ধরনের কুফর করে তার উপর মুরতাদের বিধান কার্যকর হয় । আর আখেরাতে তার প্রতিফল হলো চিরস্থায়ী জাহান্নাম যা কতই না নিকৃষ্টতম আবাসস্থল এবং সে কোন সুপারিশকারীর সুপারিশের অন্তর্ভূক্ত হওয়ার যোগ্যতা রাখে না । কুফরে আকবার কখনো কখনো اَلْكُفْرُ الْاِعْتِقَادِيْ (আক্বীদাগত কুফরী), اَلْكُفْرُ الْبَوَاحُ (স্পষ্ট কুফরী)ও বলা হয় । অতএব যখনই কুফরের ক্ষেত্রে এই পরিভাষা সমূহতে কোনো একটি ব্যবহার করা হবে তখন এর দ্বারা কুফরে আকবার উদ্দেশ্য হবে । পবিত্র কুরআনুল কারীম হতে কুফরে

আকবারের উদাহরণ–وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ‘যে কুফরী করবে, তাকে আমি স্বল্প ভোগোপকরণ দিব। অতঃপর তাকে আর তা কত মন্দ পরিণতি’ ।আগুনের আযাবে প্রবেশ করতে বাধ্য করব।’ (সুরা বাকারা, ২:১২৬) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ‘অবশ্যই তারা কুফরী করেছে যারা বলে ‘নিশ্চয় মারইয়াম পুত্র মাসীহই আল্লাহ’। বল, যদি আল্লাহ ধ্বংস করতে চান মারইয়াম পুত্র মাসীহকে ও তার মাকে এবং যমীনে যারা আছে তাদের সকলকে ‘তাহলে কে আল্লাহর বিপক্ষে কোন কিছুর ক্ষমতা রাখে? আর আসমানসমূহ, যমীন ও তাদের মধ্যবর্তী যা রয়েছে, তার রাজত্ব আল্লাহর জন্যই। তিনি যা ইচ্ছা তা সৃষ্টি করেন এবং আল্লাহ সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান।’ (সুরা মায়েদা, ৫:১৭) لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ‘অবশ্যই তারা কুফরী করেছে, যারা বলে, ‘নিশ্চয় আল্লাহ তিন জনের তৃতীয়জন’। যদিও এক ইলাহ ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই। আর যদি তারা যা বলছে, তা থেকে বিরত না হয়, তবে অবশ্যই তাদের মধ্য থেকে কাফিরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আযাব স্পর্শ করবে।’ (সুরা মায়েদা, ৫:৭৩) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ‘আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে, তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।’ (সুরা বাকার, ২:৩৯) এছাড়াও কুরআনুল কারীমে এজাতীয় কুফরী সম্বন্ধে অনেক আয়াত রয়েছে যার দ্বারা কুফরে আকবার উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হাদীস হতে কুফরে আকবারের উদাহরণ– عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ قُلْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ حَدِّثْ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعْنَاهُ فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةً عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ‘উবাদা বিন সামেত (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাদেরকে আহবান করলেন, অত:পর আমরা তার নিকট এ মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করলাম যে, আমরা আমাদের পছন্দ-অপছন্দ, সহজ-কঠিন এবং স্বার্থপরতার ক্ষেত্রে তার কথা শুনবো, মানবে এবং আমরা পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হবো না। (রাসুল (সা.) বলেন) তবে যদি তোমরা তোমাদের মধ্যে কুফরে বাওয়াহ (স্পষ্ট কুফরী) দেখো যার উপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে (তা কুফরী হওয়ার ব্যপারে) স্পষ্ট দলীল রয়েছে।’ (বুখারী:৭০৫৫ মুসলিম: ৪৮৭৭ বাইহাকী: ১৬৯৯৪ মেশকাত: ৩৬৬৬) এখানে কুফরে বাওয়াহ দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুফরে আকবার, যা কর্তাকে ইসলাম হতে বের করে দেয়।

**মানুষ কুফুরী কেন করে?**

কুফরে আকবারের অনেক প্রকার রয়েছে। আর একথাও সবার জানা আছে যে, মানুষ যে কুফরী করে তা সবাই এক কারণে করেনা। নিম্নে কোন শ্রেণীর মানুষ কোন কারণে কুফরী করে তাহলে উপস্থাপনার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন কে কোন শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত হবে তা পাঠকের বিবেকের উপর ন্যাস্ত করা হল, আশা করি পাঠকই বাস্তবতাকে তার সাথে মিলিয়ে নিবে ইনশাআল্লাহ । (১) اَلْكُفْرُ الْعِنَادُ (একগুয়েমী বশত কুফরী) কুফরুল ইনাদ বলা হয় যে ব্যক্তির কুফরী একগুয়েমীর কারণে হয়। তবে এ ধরণের কুফরী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সত্যকে চিনা, অন্তরে তার প্রতি বিশ্বাস রেখে হয়ে থাকে। কিন্তু একগুয়েমীর কারণে তা গ্রহণ করে না এবং শাহাদাতকে মুখে উচ্চারণ করে না। যেমন আবু তালেব এবং এজাতীয় লোকদের কুফুরী। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন, أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٍ ‘তোমরা জাহান্নামে নিক্ষেপ কর প্রত্যেক উদ্ধত কাফিরকে’ (সুরা ক্বফ, ৫০:২৪ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ‘কখনো নয়, নিশ্চয় সে ছিল আমার নিদর্শনাবলীর বিরুদ্ধাচারী।’ (সুরা মুদ্দাচ্ছির, ৭৪:১৬)

২) اَلْكُفْرُ الْاِنْكَارُ (অস্বীকার বশত কুফর) কুফরে ইনকার বলা হয় যে ব্যক্তির কুফরী মৌখিক এবং অন্তর উভয়টা দ্বারা সৃষ্টিকর্তা, কিয়ামত, রাসুল, ফেরেশতা ইত্যাদিকে অস্বীকার করে। যেমন ডারউইনসহ এজাতীয় নাস্তিকমার্কা লোকদের কুফরী। কুফরে ইনকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

'আর স্মরণ কর, যেদিন আমি প্রত্যেক উম্মত থেকে সাক্ষী উত্থিত করব। তারপর যারা কুফরী করেছে, তাদেরকে (ওযর পেশের) অনুমতি দেয়া হবে না এবং (আল্লাহকে) সন্তুষ্ট করতেও তাদেরকে বলা হবে না।' (সুরা নাহল, ১৬:৮৪)

৩) اَلْكُفْرُ الْكِبْرُ (অহংকারবশত কুফরী) কুফরী কাবীর এটা কুফরে ইনাদের মতোই। তবে পার্থক্য হলো এ ক্ষেত্রে ব্যক্তির কুফরী এবং একগুয়েমীর কারণ হলো তার অহংকার এবং বড়ত্ব প্রকাশের জন্য। যেমন অভিশপ্ত ইবলিসের এবং তার অনুসারী রাষ্ট্র তাগূত যারা লক্ষ্য করে যদি তারা ইসলাম যথাযথভাবে গ্রহণ করে তাহলে দরীদ্র এবং দুর্বল মুসলিমদের সাথে একত্র হওয়ার কারণে তাদের সম্মান মর্যাদা কমে যাবে। ফলে তারা নিজেদের সম্মান উচু রাখার জন্য অহংকারবশত ইসলামের সাথে শত্রুতা পোষন করে। যেমনটি ঘটেছিলো রাসূল (সা.) এর যুগে। তাহলো মক্কার নেতৃস্থানীয় কিছু লোক রাসুলের নিকট আসলো এবং তারা রাসুলের অণুসরণের জন্য দরীদ্র-দুর্বল মুমিনদেরকে রাসুল (সা.) থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য শর্ত করলো। যাতে করে দুর্বলদের সাথে মিলে যাওয়ার কারণে তাদের সম্মান-মর্যাদা কমে না যায়। এদের সম্পর্কে আল্লাহ (সুব.) বলেন– وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ 'আর আমি তো মুমিনদেরকে তাড়িয়ে দেয়ার নই'। (সুরা শুআরা, ২৬:১১৪)

অহংকার বশত কুফরীর ক্ষেত্রে আরো ইরশাদ হচ্ছে– وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ 'আর যখন আমি ফেরেশতাদেরকে বললাম, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর'। তখন তারা সিজদা করল, ইবলীস ছাড়া। সে অস্বীকার করল এবং অহঙ্কার করল। আর সে হল কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত।' (সুরা বাকারা, ২:৩৪)

ফিরআউনের অহংকারের ব্যপারে ইরশাদ হচ্ছে– وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ 'আর কারূন, ফির'আউন ও হামানকে (আমি ধ্বংস করেছি) এবং অবশ্যই তাদের কাছে মূসা গিয়েছিল প্রমানাদিসহ। অতঃপর তারা যমীনে অহংকার করেছিল; এতদ্সত্ত্বেও তারা (আমার আযাব) এড়াতে পারেনি।' (সুরা আনকাবুত, ২৯:৩৯)

بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَاتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ

'হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার কাছে আমার নিদর্শনাবলী এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলোকে অস্বীকার করেছিলে এবং তুমি অহঙ্কার করেছিলে। আর তুমি কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে।' (সুরা যুমার, ৩৯:৫৯)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

'আর আমি নিশ্চয় মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার পরে একের পর এক রাসূল প্রেরণ করেছি এবং মারইয়াম পুত্র ঈসাকে দিয়েছি সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ। আর তাকে শক্তিশালী করেছি 'পবিত্র আত্মা' (জিবরাইল আ.) এর মাধ্যমে। তবে কি তোমাদের নিকট যখনই কোন রাসূল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মনঃপূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ।' (সুরা বাকারা, ২:৮৭)

{فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا

‘পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তিনি তাদেরকে তাদের পুরস্কার পরিপূর্ণ দেবেন এবং তাঁর অনুগ্রহে তাদেরকে বাড়িয়ে দেবেন। আর যারা হেয় জ্ঞান করেছে এবং অহঙ্কার করেছে, তিনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন এবং তারা তাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পাবে না।’ (সুরা নিসা, ৪:১৭৩)

এ ক্ষেত্রে পবিত্র কুরআনুল কারীমের আরো অনেক উদাহরণ রয়েছে যা কুফরে কিবিরকে বুঝায়। হাদীস থেকে উদাহরণ–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা: হতে বর্ণিত, রাসুল (সা.) বলেন, ‘যে ব্যক্তির অন্তরে সামান্য পরিমাণও অহঙকার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। না।’ (সহীহ ইবনে হাব্বান: ২৮০ মসলিম:২৭৫)

আর এ হাদীসের অর্থ এবং কুফরীর সঙ্গার ক্ষেত্রে এসেছে তাহলো, সত্যকে প্রত্যাখান করা এবং সৃষ্টিজীবকে অপদস্থ করা। (শরহুল বুখারী লিইবনিল বত্তাল, ফাতহুল বারী,মেরকাতুল মাফাতীহ শরহু মিশকাতুল মাসাবীহ)

(৪). الكفر الجحود (বিরোধিতাবশত কুফর): কুফরে জুহুদ হলো, অন্তর দ্বারা সত্যকে চিনা এবং সত্যায়ন সত্তেও মৌখিক এবং আমলগতভাবে তার বিরোধিতা করা। যেমন ইহুদী এবং জাতীয় লোকদের কুফরী। যেমন ইহুদীরা অন্তর দ্বারা মুহাম্মদ (সা:)কে চিনা এবং অন্তর সত্যায়নের পরে মৌখিকভাবে তার বিরোধিতা করেছিলো। আল্লাহ তায়ালা বলেন, الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

যাদেরকে আমি কিতাব দিয়েছি, তারা তাকে চিনে, যেমন চিনে তাদের সন্তানদেরকে। আর নিশ্চয় তাদের মধ্য থেকে একটি দল সত্যকে অবশ্যই গোপন করে, অথচ তারা জানে।(সূরা বাক্বারা ২:১৪৬)

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ

আর তারা অন্যায় ও উদ্ধতভাবে নিদর্শনগুলোকে প্রত্যাখ্যান করল। অথচ তাদের অন্তর তা নিশ্চিত বিশ্বাস করেছিল। অতএব দেখ, ফাসাদ সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।(সূরা নামল ২৭:১৪)

وَإِذَا غَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ

তুমি কি দেখনি যে, নৌযানগুলো আল-াহর অনুগ্রহে সমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তাঁর কিছু নিদর্শন তোমাদের দেখাতে পারেন। নিশ্চয় এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে।(সূরা লুকমান ৩১:৩২)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ

আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি। অতএব, আমি যাদেরকে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এর প্রতি ঈমান রাখে এবং এদেরও (মক্কাবাসীদের) কেউ কেউ এর প্রতি ঈমান রাখে। আর কাফিররা ছাড়া আমার আয়াতসমূহকে কেউ অস্বীকার করে না।(আনকাবুত ২৯:৪৭)

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ

আর যখন তাদের কাছে, তাদের সাথে যা আছে, আলাহর পক্ষ থেকে তার সত্যায়নকারী কিতাব এল, আর তারা (এর মাধ্যমে) পূর্বে কাফিরদের উপর বিজয় কামনা করত। সুতরাং যখন তাদের নিকট এল যা তারা চিনত, তখন তারা তা অস্বীকার করল। অতএব কাফিরদের উপর আলাহর লা‘নত। (সূরা বাকারা ২:৮৯)

(৫). الكفر النفاق (দ্বিমুখীতাবশত কুফর): কুফরে নিফাক হলো, বাহ্যিকভাবে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে অন্তরকে কুফরীর উপর স্থীর রাখা। যেমন মুনাফিক এবং এজাতীয় লোকদের কুফরী। এদের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

নিশ্চয় মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। (সূরা নিসা ৪:১৪৫)

وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ

আল্লাহ মুনাফিক পুরুষ, মুনাফিক নারী ও  কাফিরদেরকে জাহান্নামের আগুনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তাতে তারা চিরদিন থাকবে, এটি তাদের জন্য যথেষ্ট। আর আল্লাহ তাদের লা'নত করেন এবং তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আযাব। (সূরা তাওবা ৯:৬৮) (৬). الكفر التكذيب والاستحلال(মিথ্যাপতিপন্ন এবং হারামকে হালাল করণ বশত কুফর): কুফরে তাকযীব হলো, আল্লাহর (সুব:) শরীয়তকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা। যেমন: আল্লাহ (সুব:) বলেন, بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَবরং কাফিররা অস্বীকার করে। (সূরা ইনশিকাক ৮৪:২২)

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ বরং কাফিররা মিথ্যারোপে লিপ্ত। (সূরা বুরুজ ৮৫:১৯)

আর কুফরে ইসতিহলাল হলো, শরীয়ত যেসমস্ত জিনিষকে হারাম বলে ঘোষণা দিয়েছে সেগুলোর থেকে কোনটিকে হালাল বলে ঘোষণা দেওয়া। আর এধরনের কাজ তার কুফরীর বীপরীত নয়, কেননা সে নিজে আল্লাহর বিধানকে মিথ্যাপতিপন্ন করেছে এবং নিজেকে আল্লাহর অংশীদার সাবস্ত্য করে তার মত সে ও বিধান তৈরী করেছে। যেমন: আল্লাহ (সুব:) বলেন,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

তোমরা লড়াই কর আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিয্য়া দেয়। (সূরা তাওবা ৯:২৯) (৭) الكفر الكره والبغض (অপছন্দতা ও ঘৃণাবশত কুফর): কুফরে কুর্হ এবং বুগদ হলো, অপছন্দতা ও ঘৃণাবশত শরীয়তের বিধানকে পিছনে ছুড়ে মারা। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন,

وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ

আর যারা কুফরী করে তাদের জন্য রয়েছে ধ্বংস এবং তিনি তাদের আমলসমূহ ব্যর্থ করে দিয়েছেন। তা এজন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তারা তা অপছন্দ করে। অতএব তিনি তাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করে দিয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:৮-৯)

إِنَّ الَّذِينَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّيْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْأَمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ

এটি এ জন্য যে, আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা যারা অপছন্দ করে। তাদের উদ্দেশ্যে, তারা বলে, 'অচিরেই আমরা কতিপয় বিষয়ে তোমাদের আনুগত্য করব'। আল্লাহ তাদের গোপনীয়তা সম্পর্কে অবহিত রয়েছেন। (সূরা মুহাম্মদ ৪৭:২৬)

(৮). الكفر الطعن والاستهزاء (দোষারুপ এবং উপহাসবশত কুফর): কুফরে ত্বয়ান হলো, শরীয়ত কত্বক কোন বিধানকে দোষারুপ করা। কাজেই এটি কুফরে কুরহ এবং বুগদ হতে আরো মারাত্বক। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন,

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

আর যদি তারা তাদের অঙ্গীকারের পর তাদের কসম ভঙ্গ করে এবং তোমাদের দীন সম্পর্কে কটূক্তি করে, তাহলে তোমরা কুফরের নেতাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর, নিশ্চয় তাদের কোন কসম নেই, যেন তারা বিরত হয়। (তাওবা ৯:১২)

আর কুফরে ইসতিহজা হলো, শরীয়তের কোন বিষয় বা রাসূল (সা:) কে নিয়ে উপহাস, ব্যাঙ্গ, ঠাট্টা করা। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ نُعَذِّبْ طَائِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ

আর যদি তুমি তাদেরকে প্রশ্ন কর, অবশ্যই তারা বলবে, 'আমরা আলাপচারিতা ও খেল-তামাশা করছিলাম। বল, 'আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ ও তাঁর রাসূলের সাথে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে'? তোমরা ওযর পেশ করো না। তোমরা তোমাদের ঈমানের পর অবশ্যই কুফরী করেছ। যদি আমি তোমাদের থেকে একটি দলকে ক্ষমা করে দেই, তবে অপর দলকে আযাব দেব। কারণ, তারা হচ্ছে অপরাধী। (তাওবা ৯:১২)

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا

আর তিনি তো কিতাবে তোমাদের প্রতি নাযিল করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে আল্লাহর আয়াতসমূহ অস্বীকার করা হচ্ছে এবং সেগুলো নিয়ে উপহাস করা হচ্ছে, তাহলে তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় নিবিষ্ট হয়, তা না হলে তোমরাও তাদের মত হয়ে যাবে। নিশ্চয় আল্লাহ মুনাফিক ও কাফিরদের সকলকে জাহান্নামে একত্রকারী। (সূরা নিসা ৪:১৪০)

(৯) الكفر الاباء والاعراض (প্রত্যাখান এবং উপেক্ষাবশত কুফর): কুফরে ইবা এবং ইরাদ হলো, শরীয়তের বিধানকে সুস্পষ্টভাবে জানার পরও তা থেকে বিমুখ হয়ে প্রত্যাখান, উপেক্ষা করা। যেমন আল্লাহ (সুব:) বলেন,

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا

আর তার চেয়ে অধিক যালিম আর কে হতে পারে, যাকে তার রবের আয়াতসমূহ স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে, অতঃপর সে তা থেকে বিমুখ হয়েছে এবং সে ভুলে গেছে যা তার দু-হাত পেশ করেছে? নিশ্চয় আমি তাদের অন্তরসমূহের উপর পর্দা দিয়ে দিয়েছি, যাতে তারা তা (কুরআন) বুঝতে না পারে। আর তাদের কর্ণসমূহে রয়েছে বধিরতা এবং তুমি তাদেরকে হিদায়াতের প্রতি আহ্বান করলেও তারা কখনো হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে না।(সূরা কাহাফ ১৮:৫৭)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا.خَالِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا

পূর্বে যা ঘটে গেছে তার কিছু সংবাদ এভাবেই আমি তোমার কাছে বর্ণনা করি। আর আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে উপদেশ দান করেছি। তা থেকে যে বিমুখ হবে, অবশ্যই সে কিয়ামতের দিন পাপের বোঝা বহন করবে। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং কিয়ামতের দিন এটা তাদের জন্য বোঝা হিসেবে কতই না মন্দ হবে! (সূরা ত্বহা ২০:৯৯-১০১)

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয় এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়। (সূরা ত্বহা ২০:১২৪)

বি:দ্র: কুফরুল ইরাদ দুই ধরনের হয়ে থাকে। (ক). শরীয়তের শাখাগত বিষয় প্রত্যাখান করা। তবে এর কারণে সাধারণত সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়না। (খ). শরীয়তের বিধানকে সার্বিকভাবে বা তাওহীদ এবং তার উপর আমল করা থেকে বিমুখতা পোষণ করে তা প্রত্যাখান করা। আর এসকল অবস্থাতেই স্বাভাবিকভাবে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে।

(সম্মানিত শাইখ আবু বাসীর আত্-তরতসী কর্তৃক কাওয়ায়েদ ফিত তাকফীর হতে সংকলন)